[কমপিউটার জগৎ-এর নির্বাহী সম্পাদক আজম মাহমুদ সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব ও দূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ সফর করেন। তার সফরের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন]

সিলিকন ভ্যালী গ্রাস করে ফেলছে সিঙ্গাপুর

উচ্চ প্রযুক্তির কেন্দ্রহিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সিঙ্গাপুর এখন নতুন এক লাভজনক ক্ষেত্র গড়তে চলেছে বিশ্বের কমপিউটার বাজারে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালীতে যে সব কমপিউটার তৈরী হচ্ছে সেগুলোর চিপ ও ডিস্ক ড্রাইভ সরবরাহ করছে সিঙ্গাপুর। **আট বছরের একটা সুনিপুন উন্নয়ন পরিকল্পনায় তারা ২০০০ সাল নাগাদ হয়ে উঠবে সিলিকন ভ্যালীর অনুরূপ একটি প্রযুক্তিতে মহিমান্বিত কেন্দ্রে।** সেখানে পৌঁছানোর জন্য তারা হাতে নিয়েছে একটি ব্যায়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল। সেটি হচ্ছে প্রযুক্তির উৎসভূমি সিলিকন ভ্যালীতে খোদ নিজেদের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা করানো।

গত পাঁচ বছর ধরে সিঙ্গাপুর সরকার ও তাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিঃশব্দে এবং পদ্ধতিগতভাবে কমপক্ষে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে কয়েক ডজন সিলিকন ভ্যালী প্রকল্পে মূলধন হিসেবে। সিলিকন ভ্যালীর প্রসিদ্ধ উচ্চ প্রযুক্তি কোম্পানি *সিয়েরা সেমিকণ্ডাক্টর, ক্রিয়েটিভ টেকনোলজী এবং রাষ্টারঅপস* যাত্রা শুরু করেছে সিঙ্গাপুরের আর্থিক সহায়তায়। এখন সিলিকন ভ্যালীর *ভারসেন্ট অবজেক্ট টেকনোলজী, মিনিষ্টোর পেরিফেরালস এবং স্পেক্ট্রাম হলোবাইট* -এর মত কোম্পানীগুলো সম্প্রতি প্রায় আট কোটি টাকা করে আর্থিক সহায়তা এবং এশিয়াতে তাদের পণ্যের বিতরণ সহায়তা ও এশিয়ার মেধাবী ডিগ্রীধারী প্রকৌশলী সরবরাহের সহায়তা পাবে সিঙ্গাপুরের কাছ থেকে।

কিছু কিছু বিনিয়োগ দারুণ লাভজনক হলেও টাকা বানানো সিঙ্গাপুরের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই প্রকল্প কৌশল বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত শক্তিশালী সরকারী এজেন্সী সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোর্ডের যে কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের রেডউড সিটিতে রয়েছে তার নির্বাহী চোঙ্গ লিট চিয়ঙ্গ বলেন, 'বিনিয়োগের ওপর আয় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তা থেকেও বেশী কিছু। আমরা এই ঝুঁকিপূর্ণ পুঁজি বিনিয়োগ করেছি সিঙ্গাপুরে ফিরতি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে।'

মেনলো পার্কস্থিত কোম্পানি *ভারসেন্ট অবজেক্ট টেকনোলজী* তৈরী করেছে ব্যবসার জন্য একটি নতুন সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম। ১৯৮৮ সালে এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠার সময় ১৫% মালিকানার বিনিময়ে আট কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সিঙ্গাপুর সরকার। **সরকারী সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রধান উচ্চ প্রযুক্তির কোম্পানি সিঙ্গাপুর কমপিউটার সিস্টেমসের কমপক্ষে আধা ডজন করে প্রকৌশলী প্রতি বছর বেশ কয়েক মাস করে কাটায় ভারসেন্টের প্রধান কার্যালয় সর্বশেষ পণ্য ও প্রযুক্তির ওপর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য। দেশে ফিরে তারা সহকর্মীদের শিক্ষা দেয় এসব প্রোগ্রামকে উন্নত করার জটিল পাঠ।** এছাড়া সিঙ্গাপুর কমপিউটার সিস্টেমস ভারসেন্টকে রয়ালিটি প্রদানের মাধ্যমে তাদের তৈরী পণ্যাদিও বিক্রি করে থাকে। ভারসেন্ট প্রধান ডেভিড ব্যাংকেস বলেন— 'আমরা উভয়েই যা চাই সেটি অর্জনে সাহায্য করে এই দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী।'

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর তার সিলিকন ভ্যালী সহযোগী কোম্পানিসমূহকে তাদের উৎপাদন, গবেষণা সিঙ্গাপুরে স্থানান্তর করে তা স্থানীয় প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা পরিচালনায় উৎসাহিত করতে সমর্থ হয়েছে। বহনযোগ্য পিসির প্রসিদ্ধ কমপ্যাক্ট ডিস্ক ড্রাইভ নির্মাতা *মিনিষ্টোর পেরিফেরালস* তাদের পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থানান্তর করেছে সিঙ্গাপুরে। কেবল গবেষণা ও প্রকৌশল বিভাগ থেকে গেছে ক্যালিফোর্নিয়াতে। *মিনিষ্টোর* প্রধান জেমস মিলার আশা করছেন যে, তাদের সিঙ্গাপুর কারখানার বর্তমান কর্মচারী সংখ্যা ১০০ থেকে ১৯৯৫ সাল নাগাদ বেড়ে ৩৫০-এ দাঁড়াবে এবং তাদের বেশ কিছু উচ্চতর উদ্ভাবন কার্যক্রমও স্থানান্তরিত হবে দূরপ্রাচ্যে। এই কোম্পানিতে সিঙ্গাপুরের মালিকানার অংশ প্রায় চার কোটি টাকারও কম। মিলার বলেন যে, **এই সামান্য বিনিয়োগের বিনিময়ে তারা প্রযুক্তির নবতর বিবর্তনের নৈকট্য পেয়েছে।**

সিঙ্গাপুরের প্রতিটি বিনিয়োগই সুপরিকল্পিত নয়। মাউন্টেইন ভিউস্থ *মোমেন্টা ইন্টারন্যাশনাল* সর্বপ্রথম একটি কমপিউটার উদ্ভাবন করে যেটিতে কাজ করতে হতো একটি কলমের সাহায্যে এবং সেটি একটি হাতের লেখা কাগজকে রূপান্তরিত করতে পারতো কমপিউটারে ছাপানো পৃষ্ঠায়। কিন্তু গত বছরের আগস্টে দেউলিয়া হয়ে যায় *মোমেন্টা* এবং তার সাথে সিঙ্গাপুরের প্রায় ১৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ গচ্ছা যায়। সানিভ্যালস্থ *এখেনির* যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য স্বল্প মূল্যের কমপিউটার-গ্রাফিক্স টার্মিনাল তৈরী করবে বলে আশা করা হচ্ছিল, সেটি পরে দেউলিয়া হয়ে গেলে সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোর্ড ও সিঙ্গাপুরের অন্যান্য ঝুঁকি মূলধন বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৪০ কোটি টাকা হারায়। কিন্তু সিঙ্গাপুর এসব বিপর্যয় সত্ত্বেও হতাশ না হয়ে খুব অল্প সময়ে সিলিকন ভ্যালীর কার্যক্রমের প্রতিটি খুঁটিনাটি রপ্ত করে ফেলেছে ভবিষ্যৎ লোকসান থেকে নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্য।

সিঙ্গাপুর এখন বৃহত্তর প্রকল্প মৈত্রীতে প্রবেশ শুরু করেছে। গত ফেব্রুয়ারীতে তারা প্রায় আট কোটি টাকার শেয়ার খরিদ করেছে এটিএ্যাণ্ডটি এবং প্যারামাউন্ট কমিউনিকেশনের অঙ্গ কোম্পানি*স্পেক্ট্রাম হলোবাইটের*। *স্পেক্ট্রামের* পরিচালক মণ্ডলির সদস্যপদ পাবে সিঙ্গাপুর এই মালিকানার ফলে। *স্পেক্ট্রাম* এখন ইলেকট্রনিক গেমসের নিত্যনতুন সফটওয়্যার উদ্ভাবন করে সাড়া জাগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। *স্পেক্ট্রাম* প্রধান ব্যারি জেমস ফোলসোম বলেন— 'আমরা আশাবাদী যে তারা এই বিনিয়োগের ভালো মুনাফা পাবে।'

সিঙ্গাপুর ইতিমধ্যেই তার এই বিনিয়োগের প্রতিদান পাওয়া শুরু করেছে। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য একটি 'বিশ্ব নগরীতে' রূপান্তরিত হওয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থবাজার এবং যোগাযোগের একটা অপরিহার্য সংযোগ কেন্দ্র হওয়া। *ডাটাকোয়েস্টের* কমপিউটার শিল্প বিশ্লেষক মার্ক ফিটজগেরাল্ড ভবিষ্যৎবাণী করেন যে-–'সিঙ্গাপুর অচিরেই হয়ে উঠবে পুরো প্রশান্ত মহাসাগরীয় রিমের একটি তথ্য কেন্দ্রে।' ✪

জাপানি পিসির তাইওয়ানে প্রস্থান

পিসি মূল্য হ্রাস লড়াই অনেক দেরীতে পৌঁছেছে জাপানিদের কাছে এ বছরের গোড়ায় আর একই সাথে জাপানি মুদ্রা ইয়েন ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়া শুরু করেছে তখন থেকেই। এই পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উচ্চতর প্রযুক্তির বড় জাপানি কোম্পানীগুলো তাদের উৎপাদন তাইওয়ানে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করেছে সম্প্রতি।

জাপানে দ্বিতীয় বৃহত্তম কমপিউটার নির্মাতা ফুজিৎসু সর্ববৃহৎ তাইওয়ানি পিসি নির্মাতা এসারের সাথে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে সেখানে পিসি তৈরীর।

সম্প্রতি শার্প কোম্পানী টোকিওতে ঘোষণা করে যে তারা তাইওয়ানি ও দক্ষিণ কোরিয়ান কোম্পানীসমূহকে তাদের পরবর্তী পিসিসমূহ বানাতে বলবে।

মে মাসের মাঝামাঝি ন্যাশনাল ও প্যানাসনিক ব্রাণ্ডের ইলেক্ট্রনিক্স নির্মাতা মাৎসুশিতা জানায় যে তারা তাদের তাইওয়ানি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত পিসি আমদানী করবে জাপানে শিগ্রিই।

তাইওয়ান প্রদান করে থাকে অনেক সুবিধা। কমপিউটার ও ইনফরমেশন সিস্টেম শিল্পে বর্তমানে বিশ্বে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী তাইওয়ানের রয়েছে এসবের সুদৃঢ় ও উন্নত অবকাঠামো ও ভিত। সম্প্রতি তাইওয়ানে ব্যবসায় খরচ বেশ বেড়ে গেলেও তা জাপানের অনেক নীচে রয়েছে।

জাপানের কমপিউটার বাজার জরিপ সংস্থা মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সেন্টারের উপ-পরিচালক কোলে হুয়াং বলেন 'জাপানের কমপিউটার শিল্পের খরচ বেড়ে এমন স্তরে পৌঁছেছে যে তথ্য শিল্পের পণ্যের জন্য তাইওয়ানে বিদ্যমান একই মানের এমনকি তার চেয়ে উন্নতমানের দক্ষতার সুযোগ নেওয়াটা জাপানিদের জন্য যুক্তিযুক্ত।'

অনেক তাইওয়ানি কোম্পানী ক্ষিপ্রতার সাথে তাদের জাপানি প্রতিপক্ষের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইতিমধ্যে স্থাপন করে ফেলেছে এবং ইয়েন আরো শক্তিশালী হওয়াতে সেটি আরো লোভনীয় হয়ে উঠেছে তাইওয়ানিদের জন্য। বিদেশে উৎপাদন ব্যয় কমে যাওয়ায় নগদ অর্থে বলীয়ান জাপানি ইলেক্ট্রনিক্স নির্মাতাদের কাছে দেশে উৎপাদনের পরিবর্তে আমদানী করে আনাটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

ইয়েনের মূল্য বৃদ্ধির এই চাপ সহসা কমছে না। এ বছর মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইয়েনের মুদ্রামান বেড়েছে ১৭%।

তাইওয়ান কমপিউটার সমিতির বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের প্রধান ন্যান্সি ইন সম্প্রতি টোকিওতে ঘোষণা করেন যে সমিতি জাপানি বাজার জরিপ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কমপিউটার বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে টোকিওতে নিয়োগ করবে চলতি গ্রীষ্মের শেষের দিকে।

ব্যবসায় চতুর তাইওয়ানিরা জাপানি ব্যবসা লুফে নেওয়ার লক্ষ্যে মে মাসে ২৫০ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে টোকিও ও ওসাকাতে এ পর্যন্ত জাপানে পাঠানো এটিই ছিল সর্ববৃহৎ তাইওয়ানি বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল।

খরচ বহুল জাপান থেকে পিসি তৈরী অন্য দেশে প্রদানের কারণটা খুব সহজ। গত তিন বছরে জাপানি অর্থনীতি মন্দার কারণে কমপিউটার কোম্পানীগুলোর মুনাফা রয়েছে বেশ নীচে। এর মধ্যে আবার সস্তা পিসির মার্কিন প্রতিপক্ষ এসে আরো দুর্বিসহ করে ফেলেছে পরিস্থিতি। ৩১ মার্চ সমাপ্ত অর্থ বছরে এক ফুজিৎসুরই লোকসান হয়েছে প্রায় ৩৩৭ কোটি টাকা। জাপানি পিসি বাজারে একটা নূন্যতম উপস্থিতি বজায় রাখার চাপ রয়েছে কমপিউটর কোম্পানীগুলোর। এসব মেশিনই তাদের আগামীতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র দেবে মাল্টিমিডিয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বাজারে। **বিশ্বের কমপিউটার শিল্পের বাজার বিশ্লেষকদের সাথে জাপানিরাও একমত যে ভিডিও, শব্দ ও প্রথাগত কমপিউটার প্রযুক্তি মিশ্রণের মাল্টিমিডিয়াই হবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিল্পের সেরা পণ্য।**

টোকিও-র ক্লেইনওর্ট বেনসন সিকিউরিটিস-এর কমপিউটার শিল্প বিশ্লেষক মাকিও ইনুই বলেন — 'জাপানি ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানীগুলো পিসি বাজারে উপস্থিত না থাকলে নবতর প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণের

{৬২নং পৃষ্ঠায় দেখুন}

AST-র নতুন ASTVision মনিটর

এএসটি রিসার্চ ইনক একটি নতুন প্রযুক্তির উচ্চ রেজ্যুলেশনের, নিম্ন রেডিয়েশন মাল্টি-সিনক ASTVision মনিটর বাজারে ছাড়ছে। বহুবিধ ফীচারযুক্ত এই নতুন ধরনের মনিটরটি আগামীতে ব্যাপকভাবে বাজার দখল করবে বলে এএসটি আশা করছে।

এদিকে কমপিউটার বিষয়ক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এএসটি-র বেশ কয়েকটি পণ্যকে 'সেরা' মনোনীত করেছে। সিআরএন ম্যাগাজিন (এপ্রিল সংখ্যা) Power Exec নোটবুককে তাদের সেরা পুরস্কার 'এডিটরস চয়েস'-এ ভূষিত করেছে। ✪

সিঙ্গাপুরে ফুজিৎসুর টেলিকম সহায়তা কেন্দ্র

জাপানের শক্তিধর ইলেক্ট্রনিক কোম্পানী ফুজিৎসু লিঃ আগামী ছয় মাসের মধ্যে সিঙ্গাপুরে তাদের একটি আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ টেকনিক্যাল সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করবে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুর সফরকালে ফুজিৎসু প্রধান তাকুমা ইয়ামামোটো বলনে যে, টেলিযোগাযোগে বিশেষজ্ঞ যে ৫০ জন সফটওয়্যার প্রকৌশলী বর্তমানে তাদের সিঙ্গপুর অফিসে রয়েছে ১৯৯৮ সালের মধ্যে তাদের সংখ্যা তিনগুণ করা হবে। এই কেন্দ্র এশিয়া ও আফ্রিকাতে ফুজিৎসুর কার্যক্রমে সহায়তা দেবে। এশীয় অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ সফটওয়্যার উন্নয়নে এই কেন্দ্রটি হবে প্রধান ভিত্তিভূমি।

সিঙ্গাপুর ছাড়াও গণচীনে ফুজিৎসুর সফটওয়্যার উন্নয়ন কমিটি রয়েছে।

ইয়ামামোটোর সিঙ্গাপুর সফরে সবচেয়ে নাটকীয় ঘোষণাটি ছিল সিঙ্গাপুরে ফুজিৎসুর সাথে কিছু দিনের মধ্যেই বৃটিশ কমপিউটার কোম্পানী আইসিএল-এর একীভূতকরণ। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে ইংল্যাণ্ড ভিত্তিক আইসিএল-এর ৮০% মালিকানা খরিদ করে ফুজিৎসু কমপিউটার বিশ্বে বিতর্ক সৃষ্টি করে। কারণ, তখন আইসিএল নিখিল ইউরোপ গবেষণা প্রকল্পে জড়িত ছিল।

টেলি সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ দল ছাড়াও সিঙ্গাপুরে ফুজিৎসুর একটি কমপিউটার সেমিকণ্ডাক্টার কারখানা রয়েছে। সিঙ্গাপুরের জুরং এলাকায় আইসিএল-এর একটি বিক্রয় অফিস এবং একটি সংযোজন/বিতরণ কেন্দ্র রয়েছে।

এই দুই কোম্পানী যৌথভাবে সিঙ্গাপুরের একটি বিরাট প্রকল্পের কাজের দরপত্রে জয়ী হয় কিছুদিন আগে। সে কাজটি ছিল ফুজিৎসুর পয়েন্ট-অফ-সেল মেশিনের (কমপিউটারাইজড ক্যাশ রেজিষ্টার) সাথে আইসিএল ওয়ার্কষ্টেশনসমূহের সংযোগ। ✪

ফুজিৎসু খরিদ করলো মার্কিন কোম্পানী

সান মাইক্রোসিস্টেমের উদ্ভাবিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোপ্রসেসর প্রস্তুতকারক মার্কিন কোম্পানী রস টেকনোলজী খরিদ করে নিয়েছে জাপানের ফুজিৎসু লিঃ-কে প্রায় ৯৫ কোটি টাকায়। ফুজিৎসুর এই খরিদ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে তারা ওয়ার্কস্টেশন এবং সার্ভার সিস্টেমসের প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হয়ে এই এলাকায় তাদের ব্যবসা প্রসার করতে চাচ্ছে। ✪

সিঙ্গাপুরে তৈরী বাংলাদেশী পিসি

আনন্দ কমপিউটার্সের সহযোগী একটি প্রতিষ্ঠান 'ইনফো বাংলা' নামে পিসি বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি 'আনন্দ'-র সহযোগী সিঙ্গাপুরে রেজিটার্ড ডিজি পাওয়ার নামক কোম্পানীর মান নিয়ন্ত্রণ ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরী করা ডিজি পাওয়ার ব্রাণ্ডের পিসি বাজারজাত করবে। ডিজি পাওয়ার তাইওয়ানের মূল যন্ত্রাংশ থেকে সিঙ্গাপুরে কমপিউটার সিস্টেমটি সংযোজন করবে। ইনফো বাংলা বাংলাদেশে এটি বাজারজাত করবে। ডিজি পাওয়ার-এর সিঙ্গাপুর অফিস তাদের কমপিউটার সিঙ্গাপুরেও বাজারজাত করবে। উপমহাদেশীয় ক্রেতাদের স্বর্গ বলে পরিচিত সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গুন প্লাজায় ডিজি পাওয়ার-এর একটি শো রূম স্থাপনের কাজ চলছে।

ডিজি পাওয়ার-এর বাজারজাতকৃত ন্যূনতম মডেলটি হবে ৩৮৬ এসএক্স, ৩৩ মেগাবাইট স্পীড, ৪ মেগাহার্টজ র‍্যাম, ১টি ১.৪৪ মেগাবাইট ফ্লপি ডিস্ক, ৮০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক, ১০১ কী-বোর্ড ও মাউস।

আগষ্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৮৮ মতিঝিল সার্কুলার রোড, ঢাকা, ১০০০ ঠিকানায় ডিজি পাওয়ার পিসি পাওয়া যাবে। ✪

ইউপিএস-এর উপর ট্যাক্স বাড়লো ৭৭.৬৩%

সম্প্রতি ঢাকা কালেক্টরের আদেশে কমপিউটার পেরিফেরিয়ালস (কোড নং- ৮৪৭১.৯৯৯) ইউপিএসকে ব্যাটারীর গ্রুপে (কোড নং - ৮৫০৭.০০) নেয়া হয়। এর ফলে ইউপিএস-এর উপর ডিউটি ৭৫%, ২৬.২% ভ্যাট ও অন্যান্য ৫% সহ সর্বমোট ট্যাক্স ধার্য হয়েছে ১০৬.২৫%। পূর্বে পেরিফেরালস্ হিসেবে এর ট্যাক্স ছিল সর্বমোট ২৮.৬৩%। বর্তমান ট্যাক্স বৃদ্ধির কারণে ইউপিএস-এর দাম প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। কর কর্মকর্তাদের যুক্তি হচ্ছে ইউপিএস-এ ব্যাটারী সংযুক্ত রয়েছে। তাই এটিকে ব্যাটারীর গ্রুপভুক্ত করা দরকার।

এনবিআর থেকে এ ব্যাপারে কোন সার্কুলারও দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটে কমপিউটার পেরিফেরালস-এর উপর ট্যাক্স আগের মতই রাখা হয়েছে। অথচ ঢাকা কালেক্টরেট থেকে এক নোটের মাধ্যমে এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা কালেক্টরেটে দুবার ফোন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মতামত জানতে চাওয়া হলে জানানো হয় যে, উনি মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন। কমপিউটার সমিতি এনবিআর-এর এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব মইন খান জানান, এটা সম্ভবত ভুলে হয়েছে। কারণ পেরিফেরিয়ালস্ কখনওই ব্যাটারীর গ্রুপভুক্ত হতে পারে না।

ঢাকা কালেক্টরেট থেকে কিছুদিন আগে কমপিউটার রিবনের উপরও অযৌক্তিকভাবে ট্যাক্স বসানো হলে সব মহলের প্রতিবাদের মুখে অর্থমন্ত্রী পরে বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নেন।

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন যে, দেশে যখন কমপিউটার সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সময় এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশে কমপিউটারায়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ✪

ঢাকার সনিকা মনিটর ৫ বছর ওয়ারেন্টি

আনন্দ কমপিউটার্স সিঙ্গাপুরের সনিকা ব্রাণ্ড কালার মনিটর বাজারজাত করছে। সনিকা'র ২৮ ও ৩১ পিবের কালার মনিটরের জন্য ৫ বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হবে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে সনিকা ঢাকায় পাওয়া যাবে। যোগাযোগের ঠিকানা : সনিকা কমপিউটার্স ৮/৬ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ২৫৩২১৪, ২৪৬৮৭৩, ২৮৩৮৬৮।

এপল-এর কমদামী লেসার প্রিন্টার

এপল কমপিউটার পার্সোনাল লেসাররাইটার-৩০০ নামে একটি অত্যন্ত কমদামী লেসার প্রিন্টার বাজারে ছেড়েছে। এটি ৪০ হাজার টাকার কমে বাজারে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : আনন্দ কমপিউটার্স, ফোন ২৪৬৮৭৩।

মাৎশুসিতার মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী

জাপানের ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রসিদ্ধ ইলেক্ট্রনিক নির্মাতা মাৎশুসিতা ইলেক্ট্রনিক কোম্পানী ঘোষণা করেছে তারা আগামী অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে এবং আগামী বসন্তে জাপানে ও ইউরোপে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাল্টিমিডিয়া যন্ত্রাংশ ও সফটওয়্যার বিক্রী শুরু করবে। মাৎশুসিতার CD-ROM কৌশলের সাথে থাকবে ৩২বিট সিপিইউ এবং বর্তমানে বাজারে চালু ওয়ার্কষ্টেশনসমূহের মতই এটি কাজ করবে। ✪

বিজয়-এর নতুন সংস্করণ

জুলাই মাসে আনন্দ কমপিউটার্সমেকিন্টোস ও পিসি'র জন্য একটি কম্পাটিবল সংস্করণ বাজারে ছাড়ছে। এই সংস্করণে পিসি'তে কাজ করে তা ম্যাকে নেয়া যাবে। আবার ম্যাকে কাজ করে পিসিতেও সে ফাইল নেয়া যাবে। এটি ৫০০০ টাকায় বিক্রি হবে। বিজয় এর রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে পাবেন। ✪

(২৫ নং পৃষ্ঠার পর)

জাপানি পিসি

সুযোগ তারা হারাবে?

কিছুদিন আগে সস্তা মার্কিন ও এশীয় পিসির জাপান আগমনের ফলে জাপানি কমপিউটার নির্মাতারা উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গত বছর কম্প্যাক কমপিউটারের সুলভ পিসি সংস্করণ মাত্র ১০৬৬ মার্কিন ডলারে জাপানে ছাড়লে সেখানে পিসি মূল্য হ্রাস লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এই মূল্য ছিল জাপানের এক নম্বর কমপিউটার নির্মাতা এনইসির সমমানের মডেলের একেবারে অর্ধেক।

এরপর আইবিএম ও কম্প্যাকের পথ ধরে আইবিএমও মূল্য হ্রাস করে জাপানে। ১৯৯৩ সালের গোড়ায় ডেল কমপিউটার এক সাফি পিসি ছাড়ে জাপানে কম্প্যাকের চেয়েও কম মূল্য।

এই মূল্য পতনের প্রতিযোগিতায় জাপানি পিসি বাজারে মাৎসুশিটা ও শার্পের এমনিতেই স্বল্প ব্যবসা আরো সংকুচিত হয়ে আসে। জাপানি পিসি বাজারে এই দুই কোম্পানীর বিক্রয় পরিমাণ ০.৫%-এরও কম।

জাপানি পিসি বাজারে এনইসি, ফুজিৎসু ও তোসিবার বিক্রয় অংশ প্রায় ৭৫%। অন্য জাপানী ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানীগুলো পিসি বানায় স্রেফ কমপিউটার বাজারে উপস্থিতির কৌশলের অংশ হিসেবে। ✪